গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১৩ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অংশীজনের (stakeholders) মতবিনিময় সভার রেকর্ড নোটস

সভাপতি : কাজী এনামুল হাসান এনডিসি,
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
সভার তারিখ : ২৮ নভেম্বর, ২০২৪
সময় : সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান : মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তন, মতিঝিল, ঢাকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মতবিনিময় সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫ এর ১.৩ নং ক্রমিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ৪টি সভা আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশিকা ২০২৪-২৫ অনুযায়ী ৪টি সভার মধ্যে ন্যূনতম ২টি সভা আবশ্যিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে বড় পরিসরে অনেক বেশি সংখ্যক অংশীজনের উপস্থিতিতে আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অংশীজনের উপস্থিতিতে ২য় সভা আজ ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা বিভাগের ১৩ টি জেলা এবং ৮৮টি উপজেলা হতে আগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে বিশদভাবে অবহিত করেন। তিনি নিম্নবর্ণিতভাবে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন:

(ক) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান:

জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান কেন্দ্রীয়ভাবে শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। অসামরিক কাজে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য চাকরি জীবনে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বোর্ডের ৩৭ ও ৩৮তম সভায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, তাঁদের স্বামী/স্ত্রী যেন এ অনুদান পেতে পারে সে বিষয়ে প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। একই সাথে অনুদানের পরিমাণ দ্বিগুনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এ সংক্রান্ত আইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিবর্তিত হলে তা কার্যকর হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

এছাড়া জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের আবেদন ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে URL: https://eservice.bkkb.gov.bd/complex ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ডাউনলোডপূর্বক প্রিন্ট করে চিকিৎসা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রত্যয়ন (স্বাক্ষর ও সীল), অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর, সীল, স্মারক নম্বর, তারিখ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিস ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে আবেদনের হার্ডকপি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর প্রেরণ কার্যক্রমটি চালু করা হয়েছে।

CamScanner

(খ) **সাধারণ চিকিৎসা অনুদান:**

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) একবার সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। BEFTN পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান করা হয়। কর্মচারী নিজে আমৃত্যু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত এ অনুদান পেয়ে থাকেন। ১ জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সারা দেশে একযোগে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদানের Online System বাস্তবায়ন করা হবে।

(গ) **মাসিক কল্যাণ অনুদান:**

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মরত কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অথবা কোন কর্মচারী অক্ষম হলে সে নিজে অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর বা কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর সর্বোচ্চ ১০ বছর যা আগে আসে সে সময় পর্যন্ত মাসিক সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ অনুদান সেবার মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে ইএফটিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। সারাদেশে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদানের আদেশনামা কার্ডের পরিবর্তে সফটওয়্যারে জেনারেটকৃত আদেশ জারিপূর্বক সেবাগ্রহীতাগণকে সরবরাহ করা হবে এবং সেবাগ্রহীতাগণকে সরকারি পেনশন প্রদান ব্যবস্থার মত প্রতি ১০ মাস পর ১১তম মাসে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে "লাইফ ভেরিফিকেশন" সম্পন্ন করবেন এবং নারী সেবাপ্রার্থীগণের ক্ষেত্রে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ না হওয়ার সনদ প্রদর্শন করতে হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।

(ঘ) **যৌথবীমা অনুদান:**

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত/পিআরএল অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী কর্তৃক Online System এ আবেদনের প্রেক্ষিতে EFT এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/ । এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

(ঙ) **দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান:**

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্মচারীকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এ সেবার জন্য Online System এ আবেদন করতে হয় এবং অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/

(ঙ) **শিক্ষাবৃত্তি:**

(১) ১৩-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ অনুপাতে শিক্ষাবৃত্তির হার নির্ধারণপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়। শিক্ষাবৃত্তির গড় অনুদানের পরিমাণ প্রতি অর্থবছরে ৩,০০০/- টাকা হতে ৫,৫০০/- টাকা। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://eservice.bkkb.gov.bd/)

(২) অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর অনধিক দুই সন্তানকে ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হারে নবম/দশম শ্রেণি-মাসিক ২০০/-, একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি- মাসিক ৩০০/-, স্নাতক/সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৪০০/- এবং স্নাতকোত্তর/ সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৫০০/- হারে বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://eservice.bkkb.gov.bd/

(চ) **স্টাফবাসের টিকেট প্রদান:**

ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও জেলা পর্যায়ে রাঙ্গামাটিতে স্টাফবাস কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বোর্ডের নিজস্ব ৪৭টি এবং বিআরটিসি হতে ৪৪টি গাড়ি ভাড়া করে মোট ৯১টি গাড়ি দ্বারা প্রায় ৭০০০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সময়মত অফিসে আনা-নেয়া করা হচ্ছে। বড়বাসে ভাড়ার পরিমাণ কিলোমিটার প্রতি ০.৬২৫ টাকা এবং মিনিবাসে ভাড়ার পরিমাণ কিলোমিটার প্রতি ১.২৫ টাকা। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://eservice.bkkb.gov.bd/eticketing/

CamScanner

(ছ) **কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান:**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদের ঢাকার মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে ০৩ মাস মেয়াদে স্বল্পমূল্যে (৫০০/- এবং ১,০০০/-) বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে সকল কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে কম্পিউটার ব্যসিক কোর্স, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনফেকশনারি, বিউটিফিকেশন, কাটিং ও সেলাই, ব্লকপ্রিন্ট, এমব্রয়ডারি, ফ্যাশন ডিজাইন ও ক্যাটারিং উল্লেখ্যযোগ্য।

(জ) **কল্যাণ ডেস্ক চালু:**

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত/ অবসরপ্রাপ্ত অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ থেকে আগমন ও বর্হিগমনের সহায়তা সর্ভিস পরিচালনার জন্য টার্মিনাল-১ এর ভিতরে ১নং গেইট এর ২য় তলায় ১৪০ বর্গফুট জায়গায় কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২৩/০৫/২০২৪ তারিখে কার্যাদেশ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত কার্যাদেশে মোতাবেক ২৭/৬/২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। বিমানবন্দরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সেবা চালু হতে পারে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক সকলকে অবহিত করেন।

প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এক নজরে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই, ২০২৪ - ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্নখাতে প্রদত্ত অনুদানের চিত্র তুলে ধরেন:

ক্রমিক	সেবাসমূহ	অনুমোদিত সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ
১	মাসিক কল্যাণভাতা	২৪৮	৩৪,৮৪,৪৩,৩৩৭/-
২	এককালীন যৌথবীমা অনুদান	১২৩	২৪,৯৮,২৮,১৫০/-
৩	জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান	৮২৩	১৫,৩৯,৮৩,০০০/-
৪	সাধারণ চিকিৎসা অনুদান	৩,৫৫২	১০,৫৯,২২,০০০/-
৫	দাফন অনুদান (কর্মরত)	২৫৪ জন	২,৬২,৮২,০০০/-
৬	দাফন অনুদান (অবসর)	১১২ জন	৯৮,৯৪,০০০/-

এ পর্যায়ে সহকারী প্রোগ্রামার, জনাব বিল্লাল মিয়া সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের Online আবেদন পদ্ধতি সরাসরি প্রদর্শন করেন। আগত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ধৈর্য্যসহ আবেদন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। সহকারী প্রোগ্রামার উল্লেখ করেন যে, সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যে কোন রেজিস্টার্ড মোবাইলের মাধ্যমে (তবে নিজের মোবাইল হলে ভালো) রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মূল পেজে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন। এটি একটি সহজ ও দ্রুততম পদ্ধতি। উল্লেখ্য এ পদ্ধতিতে আবেদনকারীগণ যে কোন স্থান হতে ল্যাপটপ/কম্পিউটার/মোবাইল ব্যবহার করে খুব সহজে আবেদন করতে পারবেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ.কে.এম আবদুল্লাহ খান উল্লেখ করেন যে, বোর্ড বর্তমানে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ কোটি লোকের সেবা প্রদান করছে। পূর্বে বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল ১৯ টি। বর্তমানে আরও ০৬ টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে মোট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫টি হয়েছে । ব্যাপক প্রচার ও কাজের স্বচ্ছতার জন্য কল্যাণ বোর্ডের সেবার পরিধি এবং আবেদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি বিভাগে অংশীজনের সভা আয়োজন করার ফলে আবেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে অতিরিক্তি মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন অনুদান প্রাপ্তি কর্মচারীদের অধিকার। ১৩-২০ গ্রেডের (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীগণ যৌথবীমা প্রিমিয়াম প্রদান করেন না। তাঁদের নিকট হতে যৌথবীমা প্রিমিয়াম পাওয়া গেলে বোর্ডের আয় অনেক বেড়ে যাবে এবং অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তিনি সভায় ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের যৌথবীমার প্রিমিয়ার ৫০/- হারে কর্তনের প্রস্তাব করেন এবং এ বিষয়ে সকলকে স্ব স্ব দপ্তর হতে প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নবর্ণিতভাবে আলোচনা করেন:

(ক) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচিতি:**

বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল)-কে একীভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর মাধ্যমে এ বোর্ড গঠিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক (সরকারের সচিব) বোর্ডের প্রশাসনিক প্রধান।

CamScanner

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/পটভূমি:**

১৯৫২ সালে স্টাফ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ১৯৬২ তে প্রাদেশিক সরকারের সংস্থা, ১৯৭২ এ কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা, ১৯৭৯ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল), ১৯৯৮ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ + সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর)।

(গ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভিশন ও মিশন:**

ভিশন: "প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডকে একটি দক্ষ, যুগোপযোগী ও তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা"। মিশন: "বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত বোর্ডের অধিক্ষেত্রের সকল কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান"।

প্রশ্নোত্তর পর্ব:

মতবিনিময় সভায় আগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন তথ্য জানার আছে কিনা অথবা কোন পরামর্শ রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহবান করা হলে ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা বিভাগের ১৩ জেলা এবং ৮৮ উপজেলা হতে আগত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন ও মতামত প্রদান করেন:

১। প্রফেসর মোঃ শাহ আলম, বঙ্গবন্ধু সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ সুন্দর একটি মতবিনিময় সভা আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানতে চান যে, পরিবারের জন্য জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার আবেদন করা যাবে কিনা? আবেদনকারীর ঠিকানা কর্মস্থলের হবে নাকি বাড়ির ঠিকানায় হবে? জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসা করার কতদিনের মধ্যে আবেদন করা যায় বা মেয়াদ কতদিন এবং সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ২ বছরের মধ্যে আবেদন করতে হয়। উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করা যায় কিনা? জনাব মোঃ শাহ আলম এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানে পরিবারের প্রাপ্যতার বিষয় ইতিমধ্যে সভায় আলোচনা হয়েছে। কর্মচারীগণের পরিবারের সদস্যদের জটিল রোগের অনুদান প্রদানের বিষয়ে বোর্ড সভায় নীতিগত অনুমোদন রয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে তা কার্যকর করা সম্ভব হবে। জটিল ও ব্যবহলসহ যেকোন রোগের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে কর্মচারীকে তাঁর বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানা দিয়ে আবেদন করতে হবে। সাধারণ চিকিৎসার আবেদন ২ বছরের মধ্যে করতে হবে। মেয়াদ বর্ধিত করার বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান যে, বিভিন্ন দপ্তর হতে যথাপোযুক্ত প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হবে। বিষয়টি জেনে তিনি খুশি হন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২। জনাব মোঃ শাহ আলম, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরমাণু শক্তি কমিশন, শিক্ষাবৃত্তির অনুদানের ক্ষেত্রে ১৩-২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের পরিবর্তে ৬-২০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রদান করা যায় কিনা তা জানতে চাইলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রস্তুত করে বোর্ডে প্রেরণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন) তাকে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবনায় প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই করে এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। জনাব আব্দুর রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিস, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর যাতায়াত সুবিধার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ট্রান্সপোর্ট সুবিধা দেয়া যায় কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান যে, জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কোন অফিস নেই। অদূর ভবিষ্যতে জেলা পর্যায়ে কল্যাণ বোর্ডের অফিস চালু হলে তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, সুপার, সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, তাদের দপ্তরের একজন কর্মচারী অবসরে গমণের পরে মৃত্যুবরণ করেন। তার পরিবার কর্তৃক অনলাইনে আবেদনের সময় ভুল হয়, যা সংশোধনের জন্য তাকে প্রায়ই গাজীপুর আসতে হয়। গাজীপুর হতে এ বিষয় সংশোধনযোগ্য না হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আবেদন ভুল করলে তা সংশোধন করা জটিল হয়ে পড়ে। ভুল-ত্রুটি সহজে সংশোধনের জন্য সফট্ওয়্যার উন্মুক্ত রাখা যায় কিনা তিনি তা জানতে চান। এ বিষয়ে সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, সফট্ওয়্যার উন্মুক্ত করা হলে কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের ক্ষেত্রে অযাচিত/অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হবে। ফলে সফট্ওয়্যার উন্মুক্ত করা সম্ভব নয়।

৫। জনাব মোঃ শামীম হাওলাদার সবুজ, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের সাথে ডেংগুজ্বর সংযুক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী দুজন সরকারি চাকরিজীবী হলে উভয়ে আবেদন করতে পারবেন কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, দুজনে চাকরিজীবী হলে দুজনেই আবেদন করতে পারবেন। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের তালিকায় ডেংগু রোগ অন্তর্ভুক্তের বিষয়টি বোর্ডের প্রযোজ্য আইন কানুন অনুসরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা বাংলাদেশের সকল উপজেলার যে কল্যাণ সমিতি রয়েছে সেখানে অনুদান দিয়ে আরও উন্নত করা যায় কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত

CamScanner

ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারে প্রতি অর্থবছর অনুদান প্রদান করে থাকে। উপযুক্ত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করলে এ অনুদান প্রদান করা সম্ভব।

৭। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবাগুলো চিঠির মাধ্যমে আনসার ও ভিডিপি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে জানানো যাবে কিনা সে বিষয়ে জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, উপপরিচালক, আনাসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর জানতে চান। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) পত্রের মাধ্যমে বোর্ডের সেবার বিষয়টি অবহিত করা যাবে মর্মে আশ্বস্ত করেন।

৮। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, মুন্সীগঞ্জ সভায় উল্লেখ করেন যে, পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে নিহতের পরিমাণ বেশি থাকে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সিটিজেন চার্টারে যে সুবিধাগুলো দেয়া আছে সেগুলোর অনলাইন লিংক থাকলে সেই লিংকে সরাসরি গিয়ে আবেদন করা সহজ হয়। এছাড়াও হটলাইন নম্বর এর পাশাপাশি ডেস্ক কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর থাকলে তথ্য পেতে সুবিধা হবে। চিঠির মাধ্যমে তথ্য জানা সময় সাপেক্ষ। তাই মোবাইল নম্বর থাকলে সরাসরি ফোন করে অল্প সময়ে সেবা পাওয়া সম্ভব মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য নিদৃষ্ট সংখ্যক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে চুক্তি করে কম মূল্যে সেবা প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে MOU করে সর্বনিম্ন কোন রেটে সরকারি কর্মচারীদের ডাক্তারি সেবা ও বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রস্তাবনা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। বিভিন্ন দপ্তর হতে এ বিষয়ে প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা সম্ভব হবে।

৯। জনাব রনন রশীদ, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের আবেদন বছরে দুইবার করা যাবে কিনা এবং কারা এ সেবা পাবে মর্মে জানতে চান। এ বিষয়ে পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা জানান যে, বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর) একবার আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২ (ছ) ধারা অনুযায়ী "পরিবার" অর্থ: (অ) কর্মচারী পুরুষ হলে, তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং কর্মচারী মহিলা হলে, তাঁর স্বামী; (আ) কর্মচারীর সাথে একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ, পিতা, মাতা, দত্তক পুত্র (হিন্দু কর্মচারীদের ক্ষেত্রে), নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা বোন। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম এবং মৃত কর্মচারী এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২ (ছ) ধারা অনুযায়ী তাদের "পরিবার" সাধারণ চিকিৎসা অনুদান পেয়ে থাকেন।

১০। পরিশেষে সভায় নিম্নরূপভাবে সুপারিশ করা হয়:

i. সকল গ্রেডের কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে;;

ii. বোর্ড প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের অফিসগুলোতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

iii. প্রতি মাসে যে সকল আবেদন পাওয়া যায় তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে

iv. তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ডেস্ক কর্মকর্তাগণের মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রদান করতে হবে;

v. চিকিৎসা অনুদানের আবেদনে আবেদনকারী যেন কোনো জাল জালিয়াতির আশ্রয় না নিতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

১১। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১৩ জেলা হতে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, অন্যান্য সরকারি অফিস ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৫/১২/২৪	৫/১২/২৪	৫.১২.২৪	৫.১২.২৪
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	উপপরিচালক(প্রশাসন)	পরিচালক(প্রশাসন)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক

CamScanner